প্রজ্বলিত বহ্নি যেমন অন্ধকারাদি নাশ করে; কিন্তু অন্ধকারাদি নাশ করা অগ্নি প্রজ্বালনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, সেটী আনুষঙ্গিকভাবে হইয়া থাকে। তেমনি ভক্তি অনুষ্ঠান করিলে শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমলাভই মুখ্য উদ্দেশ্য—পরতত্ত্বাদি-অনুভবাত্মক-জ্ঞান অবান্তরভাবে আপনি হইয়া থাকে। সেইজন্য পৃথকরূপে জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠান করিবার কোনই আবশ্যক করে না ॥১১॥১৪॥ শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন ॥৭৫—৮০॥

অগ্রে চ কর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগান্ তত্তদধিকারিতায়াং পৃথক্ হেতুংশ্চোক্ত্বা জ্ঞানকর্ম্মানাদরেণ ভক্তেরেবাভিধেয়ত্বমাহ পঞ্চভিঃ। তত্র জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বক্তুং তদধিকারহেতুবৈরাগ্যাভ্যাসানাদরং বিধত্তে—প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাসকৃন্মুনেঃ। কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ ৮১ ॥

মা মাম্। জ্ঞানাভ্যাসানাদরং বিধত্তে—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥ ৮২ ॥

ভক্ত্যৈব দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে তথৈবাহ—তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥ ৮৩ ॥

ইহার অগ্রে ১১।২০ অধ্যায়েও কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া এবং সেই তিনটী সাধনের অধিকারী হইবার পৃথক্ পৃথক্ হেতু উল্লেখ করতঃ জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রতি কোন আদরবুদ্ধি না রাখিয়া ৫টী শ্লোকে ভক্তিযোগেরই অবশ্যকর্ত্তব্যতা উল্লেখ করিয়াছেন। সেই অবশ্যকর্ত্তব্য ভক্তি-অনুষ্ঠানে জ্ঞানযোগের অনুশীলনের প্রতি অনাদর বলিবার জন্য সেই জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠানের অধিকারের হেতুরূপ বৈরাগ্য-অভ্যাসেরও অনাদর-বিধান করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! আমি তোমার নিকট যে ভক্তিযোগের কথা উল্লেখ করিলাম, সেই ভক্তিযোগে নিরন্তর ভজনশীল মুনির হৃদয়স্থিত সর্ব্ববাসনা বিনাশ হইয়া যায়। যেহেতুক আমি সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে বিরাজমান আছি। আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে থাকিতে অন্য কোনপ্রকার বাসনার উদ্‌গম হইতেই পারে না। ৮১। "মাসকৃন্মুনেঃ" এই শ্লোকস্থ 'মা' পদের অর্থ আমাকে। এইক্ষণ জ্ঞানঅভ্যাসের প্রতি অনাদরবিধান করিতেছেন। যথা—হে উদ্ধব! ভক্তিযোগ-প্রভাবেই অখিলাত্মা আমাকে সাক্ষাৎকার করিলে হৃদয়ের জড়-চেতনার গ্রন্থিভেদ হইয়া যায়। জ্ঞানগত, জ্ঞেয়গত, জ্ঞাতাগত সকল সন্দেহ নিবৃত্তি হইয়া যায়। কিন্তু যদি ভক্তিযোগের দ্বারাই শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎকার করিতে পারে, তাহা হইলেই এই সকল অবান্তর ফললাভ করিতে পারিবে ॥ ৮২ ॥